৫৭

দৈনিক বাংলা

তারিখ [illegible]
পৃষ্ঠা ৫

সপ্তাহে দুই দিন সরকারী ছুটি

এখন থেকে সরকারী অফিসে সপ্তাহে দু'দিন ছুটি— শুক্র ও শনিবার। কাজেই দৈনিক অফিস আওয়ার তথা কাজের সময় সাড়ে ছয় ঘন্টার পরিবর্তে আট ঘন্টা করা হয়েছে। এর মধ্যে অবশ্য আধঘন্টা বিরতি আছে নামাজের ও মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য। তার মানে দিনে ১ ঘন্টা কর্মসময় বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সরকার এই নতুন ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছে। ৩১ মে থেকে এটি কার্যকর হয়েছে। সপ্তাহে দু'দিন ছুটি ঘোষণার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে— বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন ও জ্বালানিসহ বিভিন্নখাতে সাশ্রয় এবং পরিবেশ দূষণরোধ। তাছাড়া, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ দু'দিন ছুটি পাওয়ায় পরিবারের সদস্যদের আরও বেশী সময় দিতে পারবেন। সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। আমরা সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই।

সপ্তাহে দু'দিন ছুটি ঘোষণার পেছনে সরকারের উদ্দেশ্য যে মহৎ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাস্তবিক পক্ষেই নতুন এই ব্যবস্থায় বিপুল পরিমাণ সম্পদের সাশ্রয় হবে। সরকারী অফিস খোলা থাকলে বোধগম্য কারণেই সাধারণ মানুষও বেশী সংখ্যায় বাড়ির বের হন। রাস্তাঘাটে যানবাহনের ভিড় থাকে। কিন্তু, ছুটির দিনে লোকের বেরুবার প্রয়োজন কম পড়বে। রাস্তায় যানবাহন কম চলবে। এর মানে প্রতি সপ্তাহে বিপুল পরিমাণ জ্বালানীর সাশ্রয় আর যান্ত্রিক যানবাহন রাস্তায় কম চলাচল করবার আরেকটি বড় সুফল এই যে, কালো ধোঁয়া থেকে মুক্ত থাকা। সপ্তাহে আরও একদিন শহরাঞ্চলে কালো ধোঁয়ার দূষণ থেকে পরিবেশ মুক্ত থাকবে— যা এখন খুবই প্রয়োজন। সপ্তাহে দু'দিন ছুটি পাওয়ায় কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ পূর্ণ বিশ্রাম পাবেন। কাজের বাইরে, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তারা দু'দিন চমৎকার সময় অতিবাহিত করবেন, যা তাদের একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি দেবে। দু'দিন ছুটি কাটাবার পর, তারা যখন আবার কাজে ফিরে যাবেন, অধিকতর কর্মদক্ষতা ও উদ্যমশীলতার পরিচয় দিতে সক্ষম হবেন। সামগ্রিকভাবে বিষয়টি উৎপাদনশীলতায় গতিসঞ্চারে সহায়ক হবে। যারা কাজ করেন, তাদের উদ্যমশীলতা বজায় রাখবার জন্যেই বিশ্রাম ও বিনোদন অত্যাবশ্যক।

তবে, মনে রাখতে হবে, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন, যাদের মধ্যে দায়িত্বশীলতার অভাব রয়েছে। তারা যত সুযোগ পান, তত চান। সুযোগের তারা অপব্যবহার করতে বেশী পছন্দ করেন। আগের সাড়ে ছ'ঘন্টার পরিবর্তে বিরতি বাদে সাড়ে সাত ঘন্টা কর্মসময় নির্ধারণ করা হয়েছে। দৈনিক এক ঘন্টা বেশী কাজ করলেই বাড়তি এক দিনের ছুটিজনিত শ্রম ঘাটতি পূরণ করা সম্ভবপর হবে। কিন্তু, তারা যদি এই এক ঘন্টা কাজ না করেন, যদি বিলম্বে আসেন এবং সময় শেষ হওয়ার আগেই চলে যান— তাহলে কাজ বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা থেকে যাবে। যে মহৎ উদ্দেশ্যে ২ দিন ছুটি করা হয়েছে, সেটাও ব্যাহত হবে। কাজেই এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলমহল দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন— এটাই প্রত্যাশিত।